যুগান্তর

04 NOV 2013
২০ ৪

অচলাবস্থার মধ্যে জাকসু নির্বাচন কমিশন গঠন

প্রত্যাখ্যান আন্দোলনকারী শিক্ষকদের

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-(জাকসু) প্রায় ২০ বছর ধরে অকার্যকর থাকার পর গঠনতন্ত্রের ৮(৩) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন (২০১৩-১৪) আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০১৩ বৃহস্পতিবার নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে রোববার নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে পাঁচ জনের নাম চূড়ান্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রকল্যাণ এবং পরামর্শদান কেন্দ্রের পরিচালক এএকএম শাহনাওয়াজ। কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিন ও ট্রেজারার অধ্যাপক আবুল খায়ের, বেগম খালেদা জিয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মোঃ আমিনুল ইসলাম, বেগম সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট ড. সোহেল আহমেদ। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের সদস্য সচিব থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোঃ

গঠন : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

গঠন : নির্বাচন কমিশন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মুজিবুর রহমান। নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তফসিল ঘোষণাসহ জাকসু নির্বাচন ২০১৩-১৪ পরিচালনায় সব ধরনের দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। ঘোষিত তারিখে হল সংসদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার জন্য সব হল প্রাধ্যক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে চলমান অচলাবস্থার মধ্যে নির্বাচন সত্যিই হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। জাকসু নির্বাচন বিষয়ে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, যাদের দিয়ে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করা হয়েছে তাদের যোগ্যতা নিয়ে আমাদের সংশয় রয়েছে। তাছাড়া যে ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ে মিটিং, সিন্ডিকেট করতে পারে না তার একতরফা সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জাকসু নির্বাচন দেয়া সম্ভব নয়। ভিসি বিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, ক্যাম্পাসে বর্তমানে জাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নেই, ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সহাবস্থান নেই। আগে ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে, ক্যাম্পাসে বর্তমানে যে পরিবেশ বিরাজ করছে এই পরিবেশে জাকসু নির্বাচন সম্ভব নয়।

তবে এই নির্বাচন এখন ক্যাম্পাসের আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ক্যাম্পাসের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে জাকসু নির্বাচন বিষয়ে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ইতিমধ্যে ভিসি অধ্যাপক ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন আবাসিক হলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জাকসু নির্বাচন বিষয়ে প্রচারণা চালিয়েছেন। তিনি জাকসু নির্বাচনের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন এবং জাকসু নির্বাচনের বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। জাকসু নির্বাচন বিষয়ে জাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাশিদ আহমেদ রাসেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জাকসু নির্বাচনের যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই, সাংগঠনিকভাবে এ বিষয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি জাবি ছাত্রলীগ। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থান সৃষ্টি এবং চলমান সংকট দূর না করে জাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় তা প্রত্যাখ্যান করেছে জাবি শাখা ছাত্রদল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জাকসু নির্বাচনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি তন্ময় ধর যুগান্তরকে বলেন, নির্বাচন কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্তকে আমরা সাধুবাদ জানাই কারণ কমিশন গঠনের মাধ্যমে প্রশাসন নির্বাচনের দিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল। তবে তার আগে ক্যাম্পাসে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।